দৈনিক বাংলা 26

তারিখ ... 11 JUN 1991
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

বাইরে শিক্ষকদের প্রতীক অনশন ঃ ক্যাম্পাসে শিবির

শিক্ষার পরিবেশ রক্ষায় প্রশাসনের সাহায্য চাই ঃ চট্টগ্রাম ভার্সিটি সিণ্ডিকেট

চট্টগ্রাম, ১০ই জুন (বাসস)।– আজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে শিক্ষা ও প্রশাসনিক তৎপরতা অব্যাহত রাখার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়ার আহবান জানানোহয়।

একটি ছাত্র সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় গেট ও ফ্যাকাল্টি তালাবদ্ধ করে রাখায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হওয়ায় বৈঠকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সিন্ডিকেট বৈঠকে ভাইস চ্যান্সেলরের নিরাপত্তা বিধানের আহবান জানানো হয়। বিরাজমান পরিস্থিতিতে তিনি নিরাপত্তার অভাববোধ করছেন। বৈঠকে

(৪–এর পৃঃ ৬–এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রাম ভার্সিটি সিণ্ডিকেট

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়, ক্যাম্পাসের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সিন্ডিকেট আলোচনায় বসতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয় গেট তালাবদ্ধ থাকার কারণে সিন্ডিকেট বাজেট বৈঠকেরও ব্যবস্থা করতে পারছে না।

আমাদের স্টাফ রিপোর্টার জানান, আজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছিল পুরোপুরি অবরুদ্ধ। ক্যাম্পাস দখলে রেখেছে ছাত্রশিবির। বাইরে রয়েছে ছাত্রঐক্য। বিডিআর ও পুলিশের বিশাল বাহিনী অবস্থান নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারপাশে।

চাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের উদ্যোগে ছাত্র–জনতা আজ দ্বিতীয় দিনের মত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অবরোধ করে রাখে। গাছ কেটে দু'নম্বর সড়কে ফেলে রাখা হয়। বিদ্যুৎ, টেলিফোন ও পানির লাইন বিচ্ছিন্ন রয়েছে।

অপর দিকে ইসলামী ছাত্র শিবিরের ভার্সিটি দখল করে রাখার আজ দ্বাদশ দিন।

আজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের একাংশ ডাক্তার মিলন চত্বরে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত প্রতীক অনশন পালন করেন। এ সময় নিউমার্কেট চত্বর ও আশপাশে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত শত শত ছাত্রছাত্রী সমবেত হয়ে শিক্ষকদের অনশনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে। ছাত্রছাত্রী সমাবেশের ফলে নিউমার্কেটের চারপাশে যানজটের সৃষ্টি হয়। অনশন চলাকালে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক আব্দুল মান্নান, অধ্যাপক আবু ইউসুফ আলম, অধ্যাপিকা হামিদা বানু প্রমুখ।

শিক্ষকরা বলেন, আগামী তিনদিনের মধ্যে প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে তারা শহরে ক্লাশ নেবেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয়কে শিবিরের দখলমুক্ত করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবী জানান।

আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, বাকশাল, সিপিবি, গণতন্ত্রী পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং চট্টগ্রাম বার সমিতি, মুক্তিযোদ্ধা পরিষদ ও মহিলা পরিষদসহ বিভিন্ন সংগঠন শিক্ষকদের দাবীর প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে।

বন ও পশু পালন প্রতিমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, শিক্ষক, ছাত্র, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার পর ঢাকায় ফিরে গেছেন।

আজ অবরোধ চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন সংঘর্ষ হয়নি। এক পর্যায়ে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের মিছিল ক্যাম্পাসের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়।

অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী হল ছেড়ে চলে গেছে।

শিবির সমর্থিত সম্মিলিত ছাত্রঐক্য পরিষদের লাগাতার ৭২ ঘন্টা হরতাল আজ শেষ হয়েছে।

কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসী তৎপরতার প্রতিবাদে ইসলামী ছাত্র শিবির আজ পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন করে।

ইসলামী ছাত্র শিবির ও সংগ্রামী ছাত্রঐক্য ক্যাম্পাসে পৃথক সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে তারা পাঁচজন শিবির কর্মীর বহিষ্কারাদেশ ও ৬৩ জনের কারণ দর্শাও নোটিশ প্রত্যাহার এবং ভিসির অপসারণ দাবী করে। দাবী আদায়ের পরে আরো পদক্ষেপ নেয়ার কথা তারা ঘোষণা করে।

স্থানীয় সাপ্তাহিক পূর্বাভাসের রিপোর্টার মন্টি রহমান আজ সকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর সংগ্রহের জন্য ক্যাম্পাসে এলে শিবির কর্মীরা তাকে শাহ আমানত হলের একটি কক্ষে আটকে রেখে মারধোর করে। তাকে যে কক্ষে আটকে রাখা হয়েছিল সে কক্ষে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে বলে পরে তিনি জানান।

অপর দিকে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে বলেছেন, শিবির সমর্থিত ছাত্র সংগঠনটি সরকারকে চাপের মুখে ফেলে ভিসি'র অপসারণকে প্রাধান্য দিয়ে সাড়ে ১২ হাজার ছাত্রছাত্রীকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তারা আলোচনার মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধানের দাবী জানিয়েছে।